

মূলশব্দাবলীঃ
বয়স/বছর
শক্তি
পরিবার
প্রস্তুত



Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

21 November 2025 / 30 Jamadilawal 1447H

একটি তাৎপর্যময়ত জীবন যাপন করা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا اِلٰى طَرِيقِ الْاِيْمَانِ، وَمَنْحَ فِي صَلَوَاتِنَا السَّكِينَةَ
وَالْاِطْمِنَانِ. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ
وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ. اَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ، اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، فَقَدْ فَازَ
الْمُتَّقُونَ.

প্রিয় জুমরাতুল মুমিনিন রাহিকামুল্লাহ,

আসুন আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করি। তাঁর সব নির্দেশ পালন করি এবং তাঁর সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে নিজেকে দূরে রাখি। আমরা যেন সর্বদা তাঁর বরকত ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

জুম্মায় আগত মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সন্মানিত সুধী,

কখনো কখনো আমরা মনে করি যে জীবন শুধু সামনের দিকেই এগিয়ে চলে: আমরা শিশু হিসেবে জন্মাই, তারপর যৌবন ও প্রাপ্তবয়সে উপনীত হই; দুর্বলতা থেকে আমরা শক্তিশালী ও সক্ষম হয়ে উঠি। অথচ, আপনি কি জানেন যে কুরআনে এমন একটি আয়াত আছে যা নির্দেশ করে যে মানুষের জীবন তার সৃষ্টির

প্রাথমিক অবস্থার দিকে ফিরে যেতে পারে? গত রাতে, আমাদের অনেকেই সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করে থাকতে পারি।

এই সুরার ৬৮ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

অর্থঃ আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেই। তবুও কি তারা বুঝে না?

প্রিয় ভাইয়েরা,

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে মানব সৃষ্টির বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করতে আহ্বান করেন। এটাই সেই অবস্থা যা উল্টো পথে চলার মতো মনে হয়। ইমাম ইবন কাসির (রহ.) এর ব্যাখ্যানুসারে, এই আয়াতে মানব জীবনের স্বভাব বর্ণনা করা হয়েছে: মানুষ যতই বৃদ্ধ হয়, ততই সে আবার দুর্বলতার দিকে ফিরে যায়, যা শৈশবের অবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটি আরও নির্দেশ করে যে এ দুনিয়ার জীবন কেবল একটি সাময়িক বিরতি, চূড়ান্ত গন্তব্য—অবিনশ্বর আখেরাতের—পথের একটি অস্থায়ী যাত্রাবিরতি মাত্র।

সম্মানিত মু'মিনগণ,

নিশ্চয়ই আমাদের জীবনকাল মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে এক বরকত এবং অমানতস্বরূপ। যারা এখনো তরুণ ও কর্মশক্তিতে ভরপুর, তারা স্মরণ রাখুন—আজ যে শক্তি আমাদের আছে, তা চিরদিন থাকবে না। আজ আমরা সহজেই দাঁড়িয়ে, রুকু ও সেজদা করে নামাজ আদায় করতে পারি। কিন্তু একদিন আমাদের চলাফেরা সীমিত হয়ে যেতে পারে, এবং আমরা আজকের এই শক্তির জন্য আকুল হয়ে উঠতে পারি। অতএব, আসুন, যতদিন আমাদের ক্ষমতা রয়েছে, ততদিন আমাদের দিনগুলোকে নেক আমল দিয়ে পরিপূর্ণ করে তুলি।

যারা জীবনের পরবর্তী বয়সে প্রবেশ করছেন, আমাদের নিজেদের মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো দেখি, সেগুলো আল্লাহর রহমতের কোমল স্মারক। এই দুর্বলতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে অতীতে যে সক্ষমতাগুলো আমরা উপভোগ করেছি, সেগুলো ছিল একেবারে নিয়ামত ও অমানত—আমাদের সারা জীবনভর যেগুলোর কদর ও শোকর করা উচিত।

সম্মানিত সুধী,

পূর্বের তিলাওয়াতকৃত আয়াত থেকে আমরা যে হিদায়াত পাই—যেখানে মানব সৃষ্টির অবস্থা এবং কিভাবে তা আবার দুর্বলতার দিকে ফিরে যায় সে বিষয়ে বলা হয়েছে—তা থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ তুলে ধরা হলো, বিশেষ করে তাঁদের জন্য যারা সুবর্ণ বয়সে উপনীত হয়েছেন, এবং আজ উপস্থিত সকলের জন্যও:

প্রথমত: আধ্যাত্মিকতা মজবুত করা

বার্ধক্যের সময়ে আমাদের অন্তরকে পবিত্র করা এবং আমলকে শুদ্ধ করার একটি উত্তম সুযোগ।

প্রকৃতপক্ষে, মানুষের মূল্য তার সংকর্মেই নিহিত—রসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষার আলোকে যার অর্থ:

“সর্বোত্তম মানুষ সে, যে দীর্ঘ জীবন পায় এবং যার আমল উত্তম হয়।” (তিরমিজি বর্ণিত)

অতীতে আমরা হয়তো কর্মজীবন, সংসারের দেখাশোনা বা সন্তান প্রতিপালনে ব্যস্ত ছিলাম। এখন

আমাদের সন্তানেরা বড় হয়েছে, এবং অনেকেই পূর্ণকালীন কাজও করেন না, অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন।

অতএব, আমাদের অবসর সময় যেন উদ্দেশ্যহীনভাবে নষ্ট না হয়। উপকারী কাজের মাধ্যমে

প্রতিদিনকে পরিকল্পিত করুন—যাতে দেহ সক্রিয় থাকে, মন সতেজ থাকে এবং আমাদের আধ্যাত্মিক

উন্নতি অব্যাহত থাকে।

সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে ৬৫ বছর ও তার উর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিরে এখন

ডিজিটাল ডিভাইস—যেমন স্মার্টফোন—ব্যবহারে তরুণ প্রজন্মের তুলনায়, এমনকি শিশু ও

কিশোরদের চেয়েও তারা এতে বেশি সময় ব্যয় করছেন। সত্যিই, এটি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করার মতো একটি বিষয়। ভাবুন তো: আমাদের ডিজিটাল ব্যবহার আমাদের জীবনের মানকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে? এটি কি সত্যিই উপকার বয়ে আনে, নাকি অপব্যবহারের ফলে আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে? অতএব, সময়কে একটি অমানত এবং পরীক্ষা হিসেবে বিবেচনা করুন, যা আমাদের সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের সময় ও প্রযুক্তি—উভয়কেই এমনভাবে ব্যবহার করুন যাতে তা আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করে।

দ্বিতীয়ত: পারিবারিক সম্পর্ক ও যত্নকে অগ্রাধিকার দেওয়া

প্রিয় ভাইয়েরা, আমরা জানি যে বর্তমানে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অর্থ হলো আরও বেশি মানুষ বার্ধক্যে উপনীত হচ্ছেন এবং তাঁদের পারিবারিক সহায়তার প্রয়োজন হচ্ছে। একই সঙ্গে আজকের তরুণ পরিবারগুলোও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি—যেমন “স্যান্ডউইচ জেনারেশন”: যারা নিজেদের সন্তানদের লালন-পালন করার পাশাপাশি বয়স্ক বাবা-মায়ের দেখাশোনাও করে থাকে। তাই বয়স্ক বাবা-মায়ের উচিত প্রত্যাশা পরিচালনায় প্রজ্ঞা অবলম্বন করা এবং সন্তানদের সঙ্গে উন্মুক্ত ও সদয়ভাবে যোগাযোগ করা।

সন্তানদের প্রতি উপদেশ হলো—ভাইবোনদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে বাবা-মায়ের যত্ন নেওয়া। যেন এক ভাই বা বোন এককভাবে এই দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য না হয়, আর অন্যরা নিশ্চিন্তে নিজেদের জীবন চালিয়ে যায়। আমরা সবসময় শারীরিকভাবে পাশে থাকতে না পারলেও, মানসিক সমর্থন, মনোযোগ এবং স্নেহ প্রদান করতে পারি—এগুলোও ইবাদত ও মহত্বের কাজ।

তৃতীয়ত: দুনিয়া ও আখেরাত—উভয়ের জন্য প্রস্তুতি নেয়া

জীবনের পরবর্তী বছরগুলো আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি নেবার সুবর্ণ সুযোগ। এটি সেই সময়ও যখন দুনিয়ার বিষয়গুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়, যাতে অসুস্থতা বা অক্ষমতার পরিস্থিতিতে আমাদের পরিবার অতিরিক্ত বোঝা বয়ে না থাকে। এই প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে—নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া, সম্পদ

পরিচালনা করা, এবং জরুরি পরিস্থিতি আসার আগে পরিবারের সঙ্গে এসব বিষয় আলোচনা করা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে “লাস্টিং পাওয়ার অব অ্যাটর্নি (LPA)”-র বিষয়ও, যা ২০১৯ সালে ফতোয়া অনুযায়ী বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের পরিবারকে সঙ্কটের সময় বিভ্রান্তি, ভুল বোঝাবুঝি এবং সম্ভাব্য বিবাদের হাত থেকে রক্ষা করি।

যদি আমাদের সন্তানরা এই বিষয়গুলো উত্থাপন করে, তবে নেতিবাচক উদ্দেশ্য ধারণ করার অনুমান এড়িয়ে চলুন। আর সন্তানদের জন্য, সঠিক সময় নির্বাচন করুন এবং প্রজ্ঞার সঙ্গে কথা বলুন। পরিবারের কাজ সহজ করার ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্য নিয়ে, আল্লাহ্ আমাদের পারিবারিক বন্ধন ও ভালোবাসাকে সংরক্ষণ করুন এবং বরকত দিন।

প্রিয় ভাইয়েরা,

প্রতিটি অতিক্রম করা দিন আমাদের এই দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তির আরও কাছে নিয়ে আসে। বয়সের এই উপহারকে পূর্ণ সচেতনতা ও দায়িত্বের সঙ্গে ব্যবহার করুন। আমাদের আমলকে সুন্দর করুন এবং পরকালীন জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন। আল্লাহ্ সুবহানাহ্ ওয়া তাআলা আমাদেরকে আমাদের দীর্ঘ আয়ু প্রদানের মূল্য বোঝার শক্তি, সম্পর্কগুলো মেরামত করার ক্ষমতা এবং আমল শুদ্ধ করার তৌফিক দিন, যেন আমরা আখেরাতের পথে এগোতে পারি।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ.

Second Sermon

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا كَاهَكُمُ عَنْهُ وَزَجَرَ.

প্রিয় ভাইয়েরা,

আমরা অবগত আছি যে সুদান বর্তমানে চলমান সংঘাত ও সহিংসতার কারণে একটি মারাত্মক মানবিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তাদের বহু মানুষ—নারী ও শিশুসহ—পর্যাপ্ত খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, চিকিৎসা সেবা এবং মৌলিক নিরাপত্তা ছাড়াই দিন কাটাচ্ছে।

এই দুর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে, রহমাতান লিল আলামিন ফাউন্ডেশন (RLAF) আজ শুক্রবার, ২১ নভেম্বর থেকে বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত সিঙ্গাপুরের সব মসজিদে নির্ধারিত RLAF দানবাক্সের মাধ্যমে একটি তহবিল সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করছে।

চলুন, আন্তরিকতার সঙ্গে এই প্রচেষ্টায় অংশ নিয়ে আমাদের সহমর্মিতা প্রদর্শন করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষতিগ্রস্তদের কষ্ট লাঘব করুন, তাদের নিরাপত্তা দান করুন এবং প্রতিটি আন্তরিক সদকার উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارِضَ اَللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمُهَدِّيْنَ سَادَاتِنَا اَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيّ، وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقُرَآءَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَتَابِعِي التَّابِعِيْنَ، وَعَنَّا مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ. اَللّٰهُمَّ اَدْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْمُرَالَزِلَ وَالْمَحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَنِ بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اَنْصُرْ اِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعِفِيْنَ فِي عَزَّةٍ وَفِي فِلَسْطِيْنَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ اَمْنًا، وَحُزَنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اكْتُبِ السَّلَامَ وَالْاَمْنَ وَالْاَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ، فَادْكُرُوا اللهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.